নাহি নাহি ভয়

নন্দিনী হোসেন

কত কিছু যে মনের মাঝে ভীর করে আসে ,কত কিছু ঘটে যায় নিজের দেশে, বিদেশে।এত এত অঘটন,মানবতার এত সব অপমান।দেশে,বিদেশে।এত ইচ্ছে করে কিছু লিখি,যদি ও আমি একজন লিখলাম কি না,তাতে এই পৃথিবীর কোথাও সামান্যতম হেরফের ও হবে না।কিন্তু তারপর ও নিজের মনের ভার খানিকটা হাল্কা করার জন্য ও লিখতে ইচ্ছে করে।এ যেন,আপন কোন বন্ধু কে কথা প্রসংগে,নিজের ভাবনা গুলো প্রকাশ করা!কিছু একটা লিখার পর সব সময় ই অন্তত আমার এই ধরনের অনুভুতি হয়।কিছুটা হলে ও ভারমুক্ত লাগে নিজেকে।দম বন্ধ করা একটা চাপ অনুভুত হয় না লিখতে পারলে !এত কিছু ঘটে,বিহ্বল হয়ে শুধু ভাবি !এত ভাবনা প্রকাশের জায়গা কই !সময় ও পাওয়া যায় না তেমন । আমার এসব ভাবনার কিছু এলোমেলো কথা ই না হয় বলি ।

দেশ টা ডুবে যেতে থাকে,একদিন দু'দিন করে সপ্তাহর পর স প্তাহ পেরিয়ে যায়,কেউ খোঁজ নেয় না অসহায় মানুষের।না সরকার না অন্য কেউ!মনে হচ্ছিল যেন কারো কিছু যায় আসে না।বন্যা, খরা,ক্ষুধা মহামারি তে এ দেশ এতই অভ্যস্ত যে,মানুষের অনুভুতি ও বুঝি ভোতা হয়ে গেছে। পানি তে তলিয়ে যেতে থাকে একের পর এক গ্রাম ,জনপদের পর জনপদ,সেই সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে ভাগ্যহত মানুষের নিদারুন হাহাকার।পত্রিকায় পড়েছি,সরকারের এক মন্ত্রি নাকি বলেছেন ,কোথায় বন্যা,এসব নকল ছবি !সব নাকি অনেক আগের তোলা পুরোনো সব ছবি! নিজের বোধ ও বুঝি অবশ হয়ে যায় মন্ত্রি -সান্ত্রি দের অতি বোধহীন এসব প্রলাপ শুনে !মনে হয় এসব সত্যি পড়ছি ত !নাকি পত্রিকা ওয়ালারা সব বানিয়ে বানিয়ে ই লিখে দেয় মনের মাধুরি মিশিয়ে !

অবশেষে অরিন্দম কহিলা বিষাদে !সেদিন ইন্টারনেটে বিবিসির বাংলা খবর শুনছিলাম ! খবরের শিরোনামেই শুনলাম,প্রধানমন্ত্রি হবিগঞ্জ আর সুনামগঞ্জ উড়ে গেছেন বন্যার্ত মানুষ জনকে দেখবেন বলে । বিবিসি সেখান থেকেই প্রধানমন্ত্রির একটা মিনি সাক্ষাৎকার প্রচার করবে।শিরোনাম শুনেই নড়েচরে বসলাম ।শুরু হলো সাক্ষাৎকার পর্ব।প্রধানমন্ত্রি এক পর্যায়ে বললেন,এবারকার বন্যায় অনেক বেশি মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এবং এই বন্যা নাকি ৯৬ এর বন্যা কে ও ছাড়িয়ে গেছে !শুনে আশায় বুক টা দুলে উঠল,যাক,প্রধানমন্ত্রি যখন ঘোষনা দিয়েছেন বন্যা হয়েছে,তাহলে বন্যা অবশ্যই হয়েছে মনে করতে হবে।এবার আর মন্ত্রি-সান্ত্রি দের বলার কিছু থাকবে না ।অসহায় মানুষগুলো এবার যদি একটু ত্রান সহায়তা পায় !সে যাক গে,সরকারের কাজ সরকার করেছে !কিন্তু ভিষণ অবাক হয়েছি অন্য কারো কোন সাড়া শব্দ না দেখে ।কেউ যেন পাত্তাই দিচ্ছে না,না অন্য কোন দল,না কোন এনজিও ।যেন সবাই সরকারের বন্যা হয়েছে এই ঘোষণা শুনার জন্য হাত পা গুটিয়ে বসে ছিল !যাই হোক, দিনের পর দিন অসহায় মানুষের আর্তনাদ অবশেষে সবার কানে পৌঁছেচে ।একসাথে সবাই অধীর হয়ে দেরীতে হলে ও যে সাহায্যে ঝাঁপিয়ে পরেছেন সেটাই এখন স্বস্তির বিষয় !মানুষ যে মানুষের জন্য এটাই হোক এই মুহুর্ত্যের সব মত পথের মানুষের একমাত্র মন্ত্র ।

আর ও কিছু কথা, প্রসংগ ভিন্ন: বেশ কিছু দিন ধরেই এ নিয়ে কিছু লিখব ভাবছিলাম,কিন্তু লিখা হয়ে উঠেনি নিজের নানা প্রাত্যহিক ব্যস্ততায় ।একবার ভাবছিলাম কিছুই লিখব না।ইতিমধ্যে অনেকেই ত লিখেছেন।কিন্তু তারপর ও কেমন জানি নিজের মতামত টা একজন পাঠক হিসাবে না লিখে পারছি না।নিজের মত সব সময় চেপে যাওয়া উচিত ও নয় বলে আমি মনে করি।যে কোন ব্যাপারে নিজের মতামত প্রকাশের অধিকার সবার ই আছে,বা থাকা উচিত।মুক্ত-মনা,ভিন্নমত,সদালাপ সহ আর কিছু ই-পত্রিকা অথবা ফোরাম যাই বলা হোক নিয়মিত পড়ে থাকি।এদের সবার হালচাল ই মোটামোটি জানা থাকে।সত্যি কথা বলতে কি কিছু

কিছু লিখা পড়ে এতই জঘন্য লাগে,মনে হয় এসব লিখা ত নয় যেন অন্যের ঠোঁটি চেপে ধরা গায়ের জোড়ে !যেন বা এরা হাতের কাছে কলমের বদলে দা,কিরিচ,চাপাতি নিয়ে বসে আছেন প্রতিপক্ষের উদ্দেশ্যে !পেলেই হয় হাতের কাছে !কোন ই পার্থক্য নেই কলমের ভাষা আর হাতের কাজে !

কেউ ই শতভাগ সম্পূর্ণ মানুষ নয়।হতে পারে না।ইচ্ছায় -অনিচ্ছায়,জানতে অজান্তে মানুষ অহরহ ভুল করে থাকে । একজন মানুষকে মুল্যায়নের জন্য,তার কাজ আচার আচারণ কে আমরা সাধারণত বিচার বিশ্লেষন করে থাকি ।একজন মানুষের কাজই তাকে যাচাই করার আয়না।অভিজিৎ রায়।একজন মানুষ।ব্যক্তিগত ভাবে তিনি কেমন মানুষ আমি তা জানি না।তাঁকে জানি আমি তাঁর লিখার মাধ্যমে।আমি তাঁর লিখার একজন একনিষ্ঠ পাঠক।কারণ আমি অভিজিৎ রায়ের লিখা যত পড়েছি মুগ্ধ হয়েছি,আমি একজন পাঠক হিসাবে তাঁর লিখার সাথে বেশির ভাগ সময় ই একাত্বতা বোধ করেছি বা করি।আমার সব সময় ই মনে হয়েছে এই ভদ্রলোক লিখেন মানুষের জন্য।উদ্দেশ্য কিছু যদি থেকে থাকে,তাহলে তা হচ্ছে মানুষের হিতসাধন ।হ্যাঁ । আমার ঠিক এই কথাই মনে হয় লেখকের লিখা পড়ে ।অর্থাৎ মানুষ,তথা সমাজের ভালো-মন্দ লিখার সময় লেখকের মাথায় ক্রিয়াশীল থাকে।সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ তিনি।কেউ তাঁকে জোরজার করেনি এই দায়িত্ব নিজের কাধে তুলে নিতে,কিন্তু তিনি নিয়েছেন সেচ্ছায়। মানুষের জন্য কিছু করার আখাংকা থেকে।তিনি শুধু ইসলাম নিয়ে বা ইসলামের বিরুদ্ধে লিখেন না,লিখেন সমাজের সব ধরনের অন্যায়ের বিরুদ্ধে ,সব ধর্মের কালো দিক গুলো নিয়ে।তিনি দাড়ান সব সময় নির্যাতিতের পক্ষে ।অন্তত আমার কাছে তাই প্রতিভাত হয়েছে।এই খানেই তাঁর সাথে আমার মতের মিলটি আমি দেখতে পাই ।

সব সময়ই,সব সমাজে কিছু কিছু মানুষ থাকেন,যারা সমাজের আর দশজন মানুষের মত **ঝাঁকের কই হয়ে ঝাঁকে মি**শে না থেকে নিরন্তর উজান বেয়ে চলেন।সে চলা খুব কঠিন।তবু সে চলা বেছে নেন কিছু কিছু মানুষ ।যেমন নিয়েছেন আমাদের হুমাহুন আজাদ,তসলিমা নাসরিন রা।যার জন্য মরতে মরতে,পচে যেতে যেতে ও আমরা থমকে দাড়াই।পচা গলা সমাজ এই সব সাহসী মানুষের জন্য ফুসফুসে কিছুটা হলে ও সবুজ বাতাস পায়।এই পৃথিবীতে এই সব একলা মানুষ,স্রোতের উজান বেয়ে পথ চলা কিছু সংখ্যক সাহসী মানুষের জন্যই সমাজ সভ্যতা ,প্রগতি এগিয়ে চলেছে,এগিয়ে চলবে !এদের জন্যই প্রগতির ধারা মুখ থুবড়ে পরে না ।একজন দুজন করে মানুষ সাহসী হতে শেখে এদের ই দেখে।কাফেলায় শামিল হয় একজন দুজন করে।শেখে নিজের অধিকার বুঝে নিতে ।সমাজের শিখানো সব জঞ্জাল,কূপমন্ডুকতা থেকে বেড়িয়ে আসতে সাহস পায় এদের ই জন্য ।ঝাকের কই রা কখন ও কিছু দিতে পারে না সমাজ কে ।তাদের কাছে সমাজের তেমন কিছু দাবি ও নেই,থাকার কথা ও নয় !

যাই হোক যা বলছিলাম,অভিজিৎ রায়ের ব্যাপারে নানা কুরুচিপূর্ণ লিখা দেখতে পাচ্ছি বেশ কদিন ধরে।একজন লেখকের লিখার সাথে সবার মতের মিল হবে তার কোন কথা নেই।কিন্তু কারো সমালোচনার নামে তাকে ব্যক্তিগত ভাবে আক্রমন করা,বস্তির ভাষায় গালাগালি করা কোন ধরনের মানষিকতার পরিচয় বহন করে,তা যিনি করেন,তার বোধগম্য না হলে ও,যারা পাঠক তাদের কাছে ঠিকই ধরা পরে যায় !

কল্যান হোক সবার
০৪/০৮/২০০৪
nondinihussain@yahoo.co.uk